প্রথম আলো

তারিখ ... 16 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

মাধ্যমিকের সব শ্রেণিতেই বিবাহিত ছাত্রী!

আশীষ-উর-রহমান ও এনামুল হক, সিরাজগঞ্জ থেকে ●

সরেজমিন সিরাজগঞ্জ ৩

সাদ আক্কাসের বাড়ির উঠানে অনেক মানুষ। সাজুগুজু করা বাচ্চাকাচ্চারা মলিন মুখে ঘোরাফেরা করছে। মুখে অসন্তুষ্টির ছাপ নিয়ে বয়স্ক অতিথিরা বসা সারি দিয়ে পাতা চেয়ারে। উঠানের মাটিতে সদ্য তৈরি গর্তগুলো সাক্ষী দিচ্ছে যে সেখানে তৈরি করা হয়েছিল তোরণ। কিন্তু যাঁর সেই তোরণ দিয়ে আসার কথা, শেষতক তাঁর আর আসা হয়ে ওঠেনি। সব আয়োজন সম্পন্ন হলেও বিয়ে হয়নি সাদ আক্কাসের দ্বিতীয় মেয়ের। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গত শুক্রবার বাল্যবিবাহ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে স্থানীয় মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণিতে পড়া মেয়েটি। সিরাজগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে খোকশাবাড়ী ইউনিয়নের পুরান শৈলাবাড়ী গ্রামে গত শুক্রবার এ ঘটনাটি ঘটেছিল।

ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, সাদ আক্কাস স্ত্রী-কন্যা নিয়ে আগেই বাড়ি থেকে চলে গেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরিবারের লোকেরা জানালেন, সাদের তিন মেয়ে, এক ছেলের মধ্যে মেজো মেয়েটি দেখতে সুন্দর। পাড়ার কিছু বখাটে ছেলে তার পিছু নিয়েছিল। কখন কী হয়, এই আশঙ্কায় তাড়াহুড়া করে বিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন।

এই মেয়েটি আপাতত রক্ষা পেলেও বাল্যবিবাহের কবল থেকে সিরাজগঞ্জের অনেক শিশু-কিশোরী রক্ষা পাচ্ছে না। অনেকের পরিণতি হচ্ছে খুবই মর্মান্তিক। শহরের রহমতগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ঊর্মি খাতুনের বিয়ে হয়েছিল গত বছরের জুলাই মাসে। মাত্র দুই মাসের মাথায় তার মৃত্যু ঘটেছে। যৌতুক নিয়ে বিবাদ চলছিল। ঊর্মিকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঘরের ভেতর পাওয়া যায়। তাকে হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ করে মামলা করেছে তার পরিবার। আরেক ঊর্মি খাতুনের খবর পাওয়া গেল শহরের তেলকুপি এলাকার হিলফুল ফুজুল মডার্ন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরুল ইসলামের কাছে। গত বছর নবম শ্রেণির ঊর্মির বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিল না সে। মাত্র দুই মাসের মাথায় তালাক।

সিরাজগঞ্জ শহরের তুলনায় জেলার গ্রাম ও চরাঞ্চলে বাল্যবিবাহের হার উদ্বেগজনক। বহু মেয়ের জীবনে অন্ধকার নেমে আসছে বলে মন্তব্য করেছেন জেলা মহিলা অধিদপ্তরের বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন-বিষয়ক প্রোগ্রাম অফিসার ফাহিমা-আল আশরাফ। জানালেন, প্রতি মাসেই তাঁরা একটি-দুটি বাল্যবিবাহের ঘটনার খবর পান। দেনদরবার করে বিয়ে বন্ধ করেন। ৬ নভেম্বর তাঁরা পৌর শহরের সয়াধানঘড়া এলাকায় পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করেছিলেন। বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে উঠানবৈঠক, সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিজেরা করেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে সহায়তা করেন। তবে তাতে যে বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে, তা তিনি মনে করেন না। বরং যে অভিভাবকেরা অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে চান, তাঁরা এখন বিয়ের আয়োজন করছেন খুব গোপনে। ফলে সব বিয়ের খবর তাঁদের কাছে আসছে না।

জেলা প্রশাসক মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে তাঁদের কাছে প্রায় ৭৫০টি বাল্যবিবাহের খবর আছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর জেলায় কমপক্ষে ২৫০টির মতো বাল্যবিবাহের জানা ঘটনা ঘটছে। তিনি বলেন, জেলার বিস্তৃত চরাঞ্চলে বাল্যবিবাহ বেশি হয়। সাজাও দিচ্ছেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত গত ১৮ অক্টোবর উল্লাপাড়ায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় তার বাবাকে সাত দিনের কারাদণ্ড এবং ঘটককে (বরের চাচা) এক হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জেলার বাল্যবিবাহ সম্পর্কে ধারণা পেতে আমরা কয়েকটি উপজেলা শহর ও চরাঞ্চলের প্রাথমিক থেকে উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছি। সিরাজগঞ্জ শহরের হৈমবালা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বলেন, তাঁর বিদ্যালয়ে শতকরা অন্তত ১০ জন ছাত্রী বিবাহিত। বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ১০০। তবে বিয়ের পর বেশির ভাগ ছাত্রীই আর আসে না।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

সব শ্রেণিতেই

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিলফুল ফুজুলে ছাত্রছাত্রী উভয়েই পড়ে। ছাত্রী প্রায় ২০০। শিক্ষা ও পাসের হার ভালো। অন্য স্কুলের চেয়ে বেতনও একটু বেশি। ফলে একটু অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এই স্কুলে পড়ে। অথচ এই স্কুলেও সব শ্রেণিতে বাল্যবিবাহের শিকার ছাত্রী আছে। সপ্তম শ্রেণিতে আছে তিনজন।

এসবি রেলওয়ে কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম জানান, তাঁর স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ৫৫০ জন। এখন বিবাহিত ছাত্রীর সংখ্যা ২২। বহুলী প্রীতিলতা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়নাল আবেদিনের কাছ থেকে জানা গেল, তাঁর স্কুলে ছাত্রী ৩০০ জন। বিবাহিত আছে প্রতি শ্রেণিতেই—তিন থেকে চারজন। শিক্ষকেরা জানান, বিবাহিতদের মধ্যে স্কুলে আসাদের সংখ্যা খুবই কম।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হলো, কাজিরা যেন কোনো অবস্থাতেই বাল্যবিবাহ নিবন্ধন না করেন এবং গণপ্রতিনিধিরা যেন কোনো অবস্থাতেই জাল জন্মনিবন্ধন না দেন, তা নিশ্চিত করা। জেলার কাজি সমিতির সহসভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন জানান, ব্যক্তিগতভাবে তিনি বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করেন না। বাল্যবিবাহ বন্ধে সম্ভাব্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিশেষ করে জন্মনিবন্ধন সঠিক হওয়া দরকার। সমস্যা হলো, নিবন্ধনের জন্য পাত্র-পাত্রীর কাজির সামনে আসা আবশ্যক নয়। উভয় পক্ষের বাবা-মা বা অভিভাবকেরা জন্মনিবন্ধন নিয়ে এলে তা দেখে নিবন্ধন করা যায়। কাগজটি জাল কি না, তা কাজি কেমন করে জানাবেন?